রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, মে ৩১, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ মে ২০১৯

নং ২৮.০০.০০০০.০২৭.০৬.০০২.১৬-১৩৬—"বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯" প্রজ্ঞাপনটি এতদ্‌সঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

"বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯"

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে দেশের বিকাশমান শিল্পখাত ও পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানিতে বহুমুখীতা এসেছে। পেট্রোকেমিক্যাল বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত আমদানি নির্ভর পণ্য, যার পরিমাণ বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। এ আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। পেট্রোকেমিক্যাল এক ধরনের হাইড্রোকার্বন (মূলতঃ Olefins : Ethene, Propene, Butane, Butadine ও Aeromatics : Benzene, Toluene, Xylene) যা ন্যাফথা, কনডেনসেট, ক্রুড অয়েল, এলপিজি ইত্যাদি থেকে উপযুক্ত প্ল্যান্টে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব। যে সকল প্ল্যান্টে ন্যাফথা বা ক্রুড অয়েল হতে প্রাপ্ত ন্যাফথা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার (Chemical Processing) মাধ্যমে পেট্রোকেমিক্যালের কাঁচামাল অথবা পণ্য (Chemicals) উৎপাদন বা তদ্‌পরবর্তী পর্যায়ের পণ্য উৎপাদন করা হয় সে সব প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান Petrochemical Plant হিসেবে বিবেচিত। দেশে এ ধরনের প্ল্যান্ট স্থাপিত হলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু সংখ্যক দেশীয় উদ্যোক্তা আমদানি নির্ভর পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এ শিল্পের বিকাশ, তদারকি ও সহায়তার জন্য একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, এ শিল্পের বিকাশ, তদারকি, সহায়তা এবং উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রয়োজন বিধায় 'রুলস অব বিজনেস' এর সিডিউল-১ এর ১৬(বি)' তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। এ নীতিমালা "বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

৩। **প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্যোক্তার যোগ্যতা :**

পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্যোক্তার নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে :

৩.১। প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য জমির নিজস্ব মালিকানা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (দলিল, পর্চা, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি) অথবা জমির লিজ গ্রহণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫ বছর মেয়াদি রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র;

৩.২। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্ত অবকাঠামোসহ বিভিন্ন স্থাপনার জন্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত আর্থিক সামর্থের প্রমাণপত্র;

৩.৩। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনে আবেদনকারীর জ্বালানি ও ভারি শিল্প প্রকল্প নির্মাণ/পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture চুক্তি।

৪। **পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনের শর্তাবলি :**

৪.১। সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোনো পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে না।

৪.২। প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনের (Operation) ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট ১৯৭৪, পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন ২০১৬ প্রযোজ্য হবে।

৪.৩। Petrochemical Plant এর জন্য কাঁচামাল (Blended Feedstock/ Condensate/Naphtha/Crude Oil etc) আমদানির বিষয়ে বিপিসি'র সাথে চুক্তি করতে হবে।

৪.৪। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে কাঁচামাল হিসেবে ন্যাফথা ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৫। কাঁচামাল হিসেবে ক্রুড অয়েল বা ব্লেন্ডেড ক্রুড অয়েল ব্যবহার করলে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল/কাঁচামালের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)'কে সরকার নির্ধারিত রয়্যালটি প্রদান করতে হবে।

৪.৬। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে উপজাত হিসেবে উৎপাদিত ডিজেল সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিপিসি'র নিকট বিক্রয় অথবা নিজ উদ্যোগে রপ্তানি করা যাবে; কোনোভাবেই দেশের অভ্যন্তরে খোলা বাজারে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা যাবে না।

৪.৭। উপজাত হিসেবে উৎপাদিত ফার্নেস অয়েল বিপিসি এবং দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্ল্যান্টসমূহে বিক্রয় করতে হবে অথবা নিজ উদ্যোগে রপ্তানি করা যাবে। এর হিসাব প্রতিমাসে বিপিসি'র নিকট দাখিল করতে হবে।

৪.৮। অন্যান্য জ্বালানি তেল যেমন : জেট ফুয়েল, অকটেন, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি বিপিসি'র অনাপত্তি (NOC) সাপেক্ষে নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় রপ্তানি করতে হবে। কোনোভাবেই দেশের অভ্যন্তরে খোলা বাজারে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা যাবে না। উৎপাদিত জ্বালানি তেল ক্রয়ে বিপিসি আগ্রহী হলে বিপিসি'র সাথে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি (SPA) স্বাক্ষর করতে হবে।

৪.৯। আমদানিকৃত কাঁচামাল, উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয় ও রপ্তানির প্রমাণকসহ বিবরণী/প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে বিপিসি'র নিকট দাখিল করতে হবে।

৪.১০। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিএসটিআই'র নির্ধারিত মানসম্পন্ন হতে হবে।

৪.১১। প্ল্যান্ট স্থাপনে আন্তর্জাতিক কোডস্ এ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করতে হবে।

৪.১২। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীত সকল আইন, বিধি, নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রযোজ্য হবে।

৪.১৩। প্ল্যান্ট স্থাপন সংক্রান্ত যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতি মোতাবেক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষসমূহের ছাড়পত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী আবেদন দাখিলপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট হতে প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৪.১৪। সরকার পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট অনুমোদন ও এতদ্সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য ফি নির্ধারণ করতে পারবে।

৪.১৫। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে সরকারি আমদানি নীতিমালা এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৪.১৬। সর্বোচ্চ অনুপাতে পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্ল্যান্টের ডিজাইন প্রণয়ন করতে হবে। উপজাত হিসেবে জ্বালানি তেলে উৎপাদন কোনক্রমেই মোট উৎপাদিত পণ্যের ৪০% এর বেশি হতে পারবে না।

৪.১৭। যথাযথ কর্তৃপক্ষের (Competent Authority) নিকট হতে স্থাপিতব্য প্ল্যান্টে উৎপাদিতব্য পণ্যের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪.১৮। প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামাল পরীক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি-সম্বলিত পরীক্ষাগার থাকতে হবে।

৪.১৯। প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ছাড়পত্র, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত অগ্নি নির্বাপন প্লান, প্ল্যান্ট এবং স্থাপনাসমূহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Layout Plan); জেলা প্রশাসন, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সরকারের বিধিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অথবা অধিদপ্তর অথবা দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন অথবা অনুমতি অথবা ছাড়পত্র অথবা অনাপত্তিপত্র থাকতে হবে।

৪.২০। প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমিতপত্র প্রাপ্তির ৪ (চার) বছরের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ হতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন, ছাড়পত্র, অনাপত্তিপত্র ও লাইসেন্স সংগ্রহপূর্বক প্ল্যান্ট স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। প্ল্যান্ট স্থাপনের পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে।

৫। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনের আবেদন প্রক্রিয়া :

আবেদনকারী অথবা প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণে যোগ্য হলে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ ফরম-ক পূরণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল করবে :

৫.১। প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, কাঁচামালের উৎস ও বিবরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ, বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ ও আয়-ব্যয়সহ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Financial and Economic Analysis) সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal);

৫.২। প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য জমির নিজস্ব মালিকানা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (দলিল, পর্চা, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি) অথবা জমির লিজ গ্রহণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫ বছর মেয়াদি রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্রের সার্টিফাইড কপি;

৫.৩। প্ল্যান্ট ও স্থাপনার লে-আউট প্লান, Conceptual Process Flow Diagram, Yield Pattern;

৫.৪। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের ওপর একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট;

৫.৫। প্ল্যান্ট এবং স্থাপনাসমূহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Lay-Out Plan);

৫.৬ প্রতিষ্ঠান অথবা উদ্যোক্তার আয়কর সনদ এবং পূর্বের বছরের আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখসহ)। যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিশোধিত করের পরিমাণ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নির্ধারণ করবে;

৫.৭। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম এ্যান্ড আর্টিক্যাল্স অব এসোসিয়েশন;

৫.৮। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র;

৫.৯। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি;

৫.১০। প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবলের তালিকা;

৫.১১। পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির তালিকা এবং অনুমোদিত লে-আউট;

৫.১২। প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্যের ও উপজাতের নির্ধারিত Yield Pattern/Range এর প্রমাণপত্র;

৫.১৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে অনুমোদিত অগ্নি-নির্বাপন প্ল্যান;

৫.১৪। জেলা প্রশাসনের অনাপত্তি;

৫.১৫। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর অনুমতি; ও

৫.১৬। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর অনাপত্তি।

৬। **প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতির আবেদন নিষ্পত্তি :**

৬.১। অনুচ্ছেদ-৪ ও ৫ এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী আবেদনপত্র ও কাগজপত্রাদি প্রাপ্তির পর বিপিসি আবেদনের বিষয়ে সরেজমিন যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীর অনুকূলে প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান করবে অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে বিষয়টি বিপিসির মাধ্যমে অবহিত করবে।

৬.২। প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর আবেদনকারীকে বিপিসির সাথে "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ১৯৭৪" অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং অনুচ্ছেদ-৪ ও ৫ এর শর্তানুযায়ী প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।

৭। **ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান পদ্ধতি :**

৭.১। **পেট্রোকেমিক্যাল ব্যবসা পরিচালনার জন্য আবেদন প্রক্রিয়া :**

পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা অনুমতিপত্রের শর্তানুযায়ী প্ল্যান্ট স্থাপনের পর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার-হেড-প্যাডে প্ল্যান্টে পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল করবেন। আবেদন প্রাপ্তির পর প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন করেছে কিনা যাচাই সাপেক্ষে বিপিসি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে। বিপিসির মতামত প্রাপ্তির পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পেট্রোকেমিক্যালের উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান অথবা অনুমতি বাতিল অথবা অসমাপ্ত কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭.২। **পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে :**

৭.২.১। প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্র অনুযায়ী প্ল্যান্ট ও স্থাপনাসমূহের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত As Built Drawing, Commissioning & Testing Report.

৭.২.২। পরিবেশগত ছাড়পত্র, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

৭.২.৩। কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি; ও

৭.২.৪। উৎপাদিত পণ্যের তালিকা, বিএসটিআই কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের সনদপত্র।

৮। **পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার শর্তাবলি :**

৮.১। এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত সকল শর্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিপালন করতে হবে;

৮.২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিএসটিআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে;

৮.৩। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় প্ল্যান্ট পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং পরিদর্শনকালে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;

৮.৪। বছর শুরুর পূর্বেই ক্যালেন্ডার বছরের জন্য বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিপিসি'র মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

৮.৫। পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে ব্যবহৃতব্য কাঁচামালের বার্ষিক আমদানির পরিকল্পনা বিপিসি'র মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

৮.৬। কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ৬ মাস অন্তর অন্তর বিপিসির অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

৮.৭। প্রতি পার্সেল ক্রুড অয়েল আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত হারে বিপিসিকে Royalty প্রদান করবে;

৮.৮। প্ল্যান্টে উপজাত হিসেবে যদি কোন জ্বালানি তেল উৎপন্ন হয় তবে তার সম্ভাব্য পরিমাণ ক্যালেন্ডার বছর শুরুর আগেই বিপিসিকে অবহিত করতে হবে;

৮.৯। প্রতি পঞ্জিকাবর্ষ শেষে মোট আমদানিকৃত কাঁচামাল এবং উৎপন্ন পণ্যের হিসাব বিপিসির নিকট প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ দাখিল করতে হবে;

৮.১০। পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্য উৎপাদন করা যাবে না।

৯। **অনুমতি বাতিলকরণ :**

পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের জন্য প্রদত্ত অনুমতি নিম্নোক্ত কারণে বাতিল করা যাবে :

৯.১। অনুমতিপত্র এবং এ নীতিমালার কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে;

৯.২। প্ল্যান্ট পরিচালনায় আন্তর্জাতিক কোড ও স্ট্যান্ডার্ড এবং দেশে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ না করলে;

৯.৩। উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ব্যর্থ হলে।

১০। এ নীতিমালা স্থাপিত ও স্থাপিতব্য পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে। পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত নীতিমালা অনুমতিপ্রাপ্ত পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১১। এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সচিব।

ফরম-'ক'

আবেদন ফরম

বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী

ক্রমিক নং	বর্ণনা		
১	কোম্পানির নাম	:	
২	আবেদনকারীর নাম, পদবি এবং জাতীয়তা	:	
৩	ঠিকানা	:	
৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান ক) উপজেলা/থানা খ) জেলা গ) জমির পরিমাণ ঘ) প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা	 : : : :	
৫	সংযুক্তি		
	ক) প্রকল্প প্রস্তাব/প্রোফর্মা	:	
	খ) জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রের সার্টিফাইড কপি	:	
	গ) প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, লে-আউট প্লান, Conceptual Process Flow Diagram, Yield Pattern	:	
	ঘ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট	:	
	ঙ) প্ল্যান্ট এবং স্থাপনাসমূহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Lay-Out Plan)	:	
	চ) প্রতিষ্ঠান অথবা উদ্যোক্তার আয়কর সনদ এবং পূর্বের বছরের আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখসহ)	:	
	ছ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম এ্যান্ড আর্টিক্যাল্স অব এসোসিয়েশন	:	
	জ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র	:	
	ঝ) প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি	:	
	ঞ) প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবলের তালিকা	:	
	ট) পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির তালিকা এবং অনুমোদিত লে-আউট	:	

	ঠ) প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্যের ও উপজাতের নির্ধারিত Yield Pattern/Range এর প্রমাণপত্র	:	
	ড) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে অনুমোদিত অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থার প্ল্যান	:	
	ঢ) জেলা প্রশাসনের অনাপত্তি	:	
	ণ) বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর অনুমতি	:	
	ত) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর অনাপত্তি	:	

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য এবং এতদসংগে উপস্থাপিত দলিলাদি সঠিক। আমি/আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, যদি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়, তবে আমি/আমরা যাবতীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলবো। প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই অনুমোদনের আওতায় কোনো স্বত্ব-সুবিধা আমি/আমরা অন্য কারো নিকট বিক্রি, বন্ধক বা অন্য কোনোরূপে হস্তান্তর করবো না।

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, এই অনুমোদন সংক্রান্ত কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মন্ত্রণালয় আমার/আমাদের অনুমোদন বাতিল করার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করে, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে উদ্ভূত কোনো বিরোধ (যদি থাকে) এতদ্‌সংক্রান্ত অ্যাক্ট/রুল্‌স/ রেগুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তি করা হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd